মডিউল-১৩

কোর্সকোড- BENG-H-CC-T-2

কোর্স নাম -কোর্স নাম : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও বাংলা ভাষাতত্ত্ব (দ্বিতীয় ভাগ)

মিলন মণ্ডল

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

এস. আর. ফতেপুরিয়া কলেজ, বেলডাঙ্গা।

পর্ব-৩: 'বঙ্গালী উপভাষা'

বিন্যাসক্রম

১৩.১-উদ্দেশ্য
১৩.২-প্রস্তাবনা
১৩.৩-রাঢ়ী উপভাষার বৈশিষ্ট্য।
১৩.৪-সহায়ক গ্রন্থাবলী।
১৩.৫- আদর্শ প্রশ্নাবলী।
১৩.৬- উত্তর সংকেত

১৩.১ উদ্দেশ্য:

- বঙ্গালী উপভাষা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের পরিচিতি লাভ।
- বাঙ্গালী উপভাষার প্রচলিত অঞ্চল সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- বাঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবে।

১৩.২-প্রস্তাবনা

বাঙ্গালী উপভাষা পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলায় বিস্তারলাভ করেছে। এটি পূর্ব বাংলার প্রধান উপভাষা। ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, নোয়াখালি, কুমিল্লা প্রভৃতি অঞ্চলে এই উপভাষা প্রচলিত।

১৩.৩ বঙ্গালী উপভাষার বৈশিষ্ট্য:

(ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য-

১. বঙ্গালী উপভাষায় সংবৃত 'এ' > বিবৃত 'অ্যা' হয়। যেমন-কেশ>ক্যাশ ; তেল> ত্যাল।

২. বঙ্গালী উপভাষার ‘র’ ও ‘ড়’ এর প্রচণ্ড বিপর্যয় । অর্থাৎ এই উপভাষীরা ‘ড়’ কে ‘র’ এবং ‘র’ কে ‘ড়’ উচ্চারণ করে । যেমন- তাড়াতাড়ি বাড়ি এসো > তাড়াতাড়ি বাড়ি আইসো।

৩. বঙ্গালী উপভাষাতে অনেক সময় ‘ও’ > ‘উ’ উচ্চারিত হয়। যেমন: দোষ >দুষ , কোট >কুট।

৪. বঙ্গালী উপভাষাতে ‘শ’ এবং ‘স’ স্থানে ‘হ’ উচ্চারিত হয়। যেমন: শালা > হালা , শাক >হাগ।

৫. বঙ্গালী উপভাষাতে শব্দের আদিতে ও মধ্যে অবস্থিত ‘হ’,-‘অ’ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন: হতভাগা >অতোভাগা ; হয়>অয়।

৬. বঙ্গালী উপভাষায় অনেক সময় শব্দের মধ্যস্থিত ট, ঠ, ‘ড’ তে রূপান্তরিত হয়। যেমন: দুইটা মিঠা পান নিলাম > দুইডি মিডা পান লিমু ।

৭. বঙ্গালীতে অনেক সময় ‘ল’> ‘ন’ লক্ষ্য করা যায়। যেমন: লাউ >নাউ , লোভ > নোভ।

(খ)রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য:

১.বঙ্গালী উপভাষায় গৌণকর্মে ‘রে’ বিভক্তি হয় । যেমন:আমারে মারে ক্যান ।

২. অধিকরণ কারকে ‘এ’, ‘তে’, ‘ত’ বিভক্তি যোগ হয়। যেমন: পানিতে ভিজাও, জলে ডুইব্যা মর।

৩. বঙ্গালীতে করনকারকে ‘এ’ বিভক্তি তো আছেই। এছাড়া ‘দিয়া’, ‘লগে’ প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার । যেমন: তোরে দিয়া কাজ হবা না ।

৪. বঙ্গালী উপভাষাতে অপাদান কারকে ‘ত’, ‘তনে’, ‘তোন’ এবং ‘থন’, ‘ থনে’ ইত্যাদি অনুসর্গের ব্যবহার আছে।

৫. বঙ্গালী উপভাষায় যৌগিকক্রিয়াপদে ‘ই’ অন্ত অসমাপিকাক্রিয়া দিয়ে সম্পন্নকাল গঠন। যেমন: করিয়াছি > করসি ।

৬. বঙ্গালী উপভাষায় ‘ইতে’ অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া দিয়ে অসম্পন্ন কাল গঠন । যেমন: করিতেছি >কইরত্যাছি ।

৭. বঙ্গালী উপভাষায় সামান্য বর্তমান দিয়ে ঘটমান বর্তমান প্রকাশ। যেমন: মায়ে ডাকে ।

১৩.৪ সহায়ক গ্রন্থাবলী:

ক. সুনিতিকুমার চট্টোপাধ্যায়: ভাষা প্রকাশ বাংলা ব্যাকরণ

খ. সুকুমার সেন: ভাষার ইতিবৃত্ত

গ. ড. রামেশ্বর শ: সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা

ঘ. সুখেন বিশ্বাস: প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (১ম ও ২য় খণ্ড)

১৩.৫ আদর্শ প্রশ্নাবলী

ক. বঙ্গালী উপভাষা বলতে কি বোঝ? এই উপভাষার এলাকা গুলি উল্লেখ করে ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

১৩.৬ উত্তর সংকেত

ক. ১৩.২ অংশ দেখুন।